20176 - শরীররে কোথাও ব্যথা অনুভব করছনে এমন কারো জন্য কছিু দোয়া ও ঔষধ

প্রশ্ন

আমি আমার মাথার সামনরে অংশে খুব ব্যথা অনুভব করছি। ব্যথা কমার জন্য কোন দোয়া আছে কি যা আমি পড়তে পারি কংিবা এমন কোন কছিু আছে কি যা আমি করতে পারি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

আপনি যে রোগে আক্রান্ত হয়ছেনে, সটোর জন্য যদি আপনি ধর্যৈ ধরনে এবং আল্লাহর কাছে নকেীর প্রত্যাশা করনে তাহলে আল্লাহ আপনার এই রোগরে মাধ্যমে পাপ মোচন করে দবিনে।

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "মুসলমিরে উপর যে ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চন্তিা, দুঃখ, কষ্ট ও পরেশোনী আস; এমনকি যে কাঁটা তার দহেে ফুটে, এ সব কছিুর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দনে।"[বুখারী (৫৩১৮), মুসলমি (২৫৭৩)]

দুই:

আমরা আপনাকে কছিু চকিৎিসা ও সহীহ দোয়া পড়ার পরামর্শ দবি। চকিৎিসাগুলোর মধ্যে রয়ছে:

১. মধু:

আল্লাহ তায়ালা বলনে: "তারপর সব রকম ফল থকেে খাও এবং তোমাদরে রবরে সুগম পথসমূহে চলো। এই মৌমাছরি পটে থকেে বভিন্নি রঙরে পানীয় (মধু) বরে হয়, যাতে মানুষরে জন্য আরোগ্য আছে। এর মধ্যে চন্তিাশীল লোকদরে জন্য অবশ্যই নদির্শন আছে।"[আন-নাহল: ৬৯]

২. ভারতীয় চন্দন কাঠ।

উম্মু কাইস বনিতে মুহসনি বলনে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে: "তোমেরা ভারতীয় এই চন্দন

কাঠ ব্যবহার করবে। কারণ এতে সাতটি আরোগ্য রয়েছে।"[হাদীসটি বুখারী (৫৩৬৮) ও মুসলিম (২৮৭) বর্ণনা করেছেন]

৩. হিজামা:

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় মাইগ্রেনের (আধ কপালির) কারণে তার মাথায় শিঙ্গা লাগান।[বুখারী (৫৩৭৪), মুসলিম (১২০২)]

৪. কালো জিরা:

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "কালো জিরা 'সাম্ম' ছাড়া সব রোগের ঔষধ। আর 'সাম্ম' হল মৃত্যু।"[বুখারী (৫৩৬৪), মুসলিম (২২১৫)]।

বুখারী এ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন: মাইগ্রেন (আধ কপালি) ও পুরো মাথা ব্যথার কারণে শিঙ্গা লাগানো।

আমরা আপনাকে যে সকল দোয়া পড়ার পরামর্শ দিব তার মাঝে সহীহ সুন্নাহ থেকে সাধ্যমত কিছু উল্লেখ করছি:

১. উসমান ইবনে আবিল আস আস-সাকাফী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটা ব্যথার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তার দেহে অনুভব করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: "তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা হয়, তার উপরে হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লাহ বলবে। তারপর সাতবার বলবে: *أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ* (আমি যে অনিষ্ট পাচ্ছি ও যে অনিষ্টের আশংকা করছি তা থেকে আল্লাহর কাছে ও তাঁর ক্ষমতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[হাদীসটি মুসলিম (২২০২) বর্ণনা করেছেন]।

২. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো রোগীর কাছে আসলে কিংবা তার কাছে কোনো রোগীকে আনা হলে তিনি বলতেন:

أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ۞ وَاشْفِ ۞ فَأَنْتَ الشَّافِي ۞ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ۞ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا "কষ্ট দূর করে দিন, হে মানুষের রব। আরোগ্য দান করুন, আর আপনিই আরোগ্যদানকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া আর কোনো আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দিন, যা সামান্যতম রোগও অবশিষ্ট রাখবে না।"[বুখারী (৫৩৫১), মুসলিম (২১৯১)]

অনুরূপভাবে আপনাকে সূরা ফাতেহা, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তে হবে। সমগ্র কুরআনেই চিকিৎসা আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর আমরা কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও অনুগ্রহ। আর তা যালেমদের শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" [আল-ইসরা: ৮২]

৩. আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের একটি

দল সফরে যাত্রাকালে কোনো এক গোত্ররে কাছে পৌঁছে তাদরে মহেমান হতে চাইলনে। কন্িতু তারা মহেমানদারি করতে অস্বীকৃতি জানাল। হঠাৎ সে গোত্ররে সর্দার দংশতি হল। তখন তাদরে একজন বলল, "আপনাদরে কাছে কি কোনো ঔষধ আছে কংিবা আপনাদরে মাঝে ঝাড়ফুঁক-কারী লোক আছে?"। তারা উত্তর দলি, "হ্যাঁ। তবে আপনারা আমাদরে আতথিয়েতা করনেনি। কাজইে আমাদরে কোনো পারশ্রিমকি নর্িদষ্টি না করা পর্যন্ত আমরা তা করব না।" ফলে তারা আমাদরেকে এক পাল বকরী দতিে রাজী হল। তখন একজন সাহাবী উম্মুল কুরআন তথা সূরা ফাতহিা পড়তে লাগলনে এবং থুতু জমা করে সে ব্যক্তরি গায়ে ছটিয়িে দলিনে। এভাবে লোকটা আরোগ্য লাভ করল। এরপর সাহাবীরা বকরী নয়িে এল এবং নজিরো বলল, "আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জজ্ঞিাসা করার আগে বকরীর ভাগ নবি না।" তারা তাঁকে উক্ত বষিয়ে জজ্ঞিাসা করলে তনিি হসেে বললনে, "তোমরা কীভাবে জানলে যে রুকয়িা (ঝাড়ফুঁকযোগ্য)? তোমরা বকরীগুলো ভাগ করে নাও এবং তাতে আমার জন্যও এক ভাগ রখেে দওি।"[বুখারী (৫৪০৪), মুসলমি (২২০১)]।

৪. আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে মারা যান সে রোগরে সময়ে তনিি নজি দহেে মুআব্বযিাত (সূরা নাস ও ফালাক) পড়ে ফুঁক দতিনে। এরপর যখন রোগ তীব্র হয়ে গলে, তখন আমি সগেুলো পড়ে ফুঁক দতিাম। আর আমি তার নজিরে হাত তার দহেরে উপর বুলয়িে দতিাম; তাঁর হাতে বরকতরে কারণে। বর্ণনাকারী মা'মার বলনে, আমি যুহরীকে জজ্ঞিাসা করলাম, কভিাবে ফুঁক দবি? তনিি বললনে, "দুই হাতরে উপর ফুঁক দবি, এরপর সইে হস্তদ্বয় দ্বারা আপন মুখমণ্ডল মুছবে।"[বুখারী (৫৪০৩), মুসলমি (২১৯২)]।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।